Prantik Gabeshana Patrika
Multidisciplinary-Multilingual
Peer Reviewed (Double Blind Referred)
Bi-Annual Research e-Journal

Volume-5 Issue-1 July 2026
International e-ISSN 2583-6706
Website
santiniketansahityapath.org.in

INDEXED IN INTERNET ARCHIVE | GOOGLE SCHOLAR | ORCID | SCRIBD | ACADEMIA

DOI https://doi.org/10.67841/pgp.260501015

OPEN ACCESS

IIFS Impact Factor 3.75

SJIF Impact Factor 3.481

The Genre and Cohesion of Jajabor's Novel 'Jhilam Nodir Teer'

যাযাবরের 'ঝিলম নদীর তীর' উপন্যাসের সংরূপ ও সংসক্তি

Dr. Santanu Mondal
Assistant Professor
Bengali Department
Visva-Bharati

Received on: 08th April 2026
Accepted on: 22th April 2026

Abstract:

The story or narrative novel is the main attraction of the work to the reader. The way in which this narrative novel obtains a well-organized structure with proper causality and temporal continuity can generally be called the plot of the novel. The overall reality of life is highlighted through the multi-layered, multi-faceted expansion of the plot by connecting external events with the deeper aspects of life problems. In the novel 'Jhelum Nadit Tir', several subplots are arranged parallel to the main story. The role of these small subplots in the construction of the storyline is no less important. Here, the main story can be said to be the war between India and Pakistan over Kashmir. In this context, the five types of cohesion mentioned in Halliday and Hasan's book Cohesion in English can be seen by discussing how they appear in this novel. Since the novel is about the war between India and Pakistan over Kashmir and the Kashmir royal family, it is natural to create a war environment and a past environment and a list of some of the words used/created by the novelist can be prepared.

Key Words:

Nomadic, banks of the Jhelum River, narrative arc, cohesion, structural, thematic, referential, variable element, Causal, contrastive.

মূল প্রবন্ধ

উপন্যাস জীবননিষ্ঠ শিল্পরূপ। সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের জীবনের বাস্তবরূপ, জটিল মানবমনের নানা আলোড়ন, আন্দোলন, বিভিন্ন চরিত্রের দ্বন্দ্ব-সংঘাত, বিশেষ স্থান-কাল ঐক্যে বিধৃত হয়ে উপন্যাসের বিস্তৃত পরিসরে সুসংবদ্ধভাবে পরিবেশিত হয়। মানবজীবনের বহুমুখী গতিপ্রকৃতিকে বাস্তবসম্মত রূপ দেওয়ার জন্যই উপন্যাস শিল্পে একটি নিটোল কাহিনিবৃত্তের প্রয়োজন হয়। এই কাহিনিবৃত্তকে আশ্রয় করেই উপন্যাসিক প্রচুর বৈচিত্র্যময় ঘটনাপরম্পরায় কোনো একটি জীবন সত্যকে তুলে ধরেন।

© Santiniketan Sahityapath

উপন্যাসের এই সংরূপ ও সেইসঙ্গে কাহিনিবৃত্তের নির্মাণ তাই একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। উপন্যাসের কাহিনিবৃত্তের বিস্তৃত পরিসরে বহু চরিত্র এবং ঘটনার সমাবেশ থাকে। এক্ষেত্রে তাই ঘটনাবহুল বিষয়গুলির সংসক্তি এবং সুসংবদ্ধ বিন্যাস অবশ্যই প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে যাযাবরের ইতিহাস নির্ভর উপন্যাস 'ঝিলম নদীর তীর'এর (১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দ) ঘটনাবহুল কাহিনি বর্ণনার সংসক্তি এবং কাহিনিবৃত্তের নির্মাণ এই রচনার আলোচ্য বিষয়।

উপন্যাসের গল্প বা কাহিনি উপন্যাস পাঠকের কাছে রচনাটির মূল আকর্ষণ। এই কাহিনি উপন্যাসে যথাযথ কার্যকারণ ও কাল পারম্পর্যে যেভাবে একটি সুসংবদ্ধ বিন্যাস লাভ করে, সাধারণভাবে তাকেই উপন্যাসের কাহিনিরবৃত্ত বলা যায়। মানবজীবনের বহিরঙ্গের ঘটনাগুলির সঙ্গে জীবন সমস্যার গূঢ় দিকটির সংযোগে সামগ্রিক জীবনবাস্তবতাকে তুলে ধরা হয় কাহিনিবৃত্তের বহুস্তর, বহুমুখী বিস্তারের মাধ্যমে। উপন্যাসিক তাঁর মনোনীত বিশেষ প্রতিবেশ পটভূমিতে, নির্বাচিত চরিত্র ঘটনার শিল্পিত গ্রন্থন ও বয়ানে কাহিনিবৃত্তকে এমন এক ভারসাম্য দেন যাতে কাহিনি তার বাঞ্ছিত অনিবার্যতায় পৌঁছাতে পারে।

'ঝিলম নদীর তীর' উপন্যাসটিতে মূল কাহিনির সঙ্গে সঙ্গে একাধিক উপকাহিনি সমান্তরালভাবে বিন্যস্ত হয়েছে। কাহিনিরবৃত্তের নির্মাণে এই ছোটো উপকাহিনিগুলির ভূমিকা কোনো অংশে কম নয়। এখানে মূল কাহিনি বলা যেতে পারে কাশ্মীর নিয়ে ভারত ও পাকিস্তানের যুদ্ধ, যুদ্ধের নানা পর্যায় ও শেষে সেই যুদ্ধে ভারতের জয়লাভ। এর পাশাপাশি চলেছে কয়েকটি উপকাহিনি, যেমন —

ক। কাশ্মীরের রাজা হরি সিং-এর পারিবারিক কাহিনি
খ। লেফটেন্যান্ট কর্নেল দেওয়ান রণজিৎ রায় প্রসঙ্গ
গ। জিন্না ও মাউন্টব্যাটেন কথোপকথন
ঘ। ব্রিগেডিয়ার এল.পি. সেনের বীরত্বের কাহিনি
ঙ। রোমান ক্যাথলিক সিস্টার হত্যাকাণ্ড
চ। ব্রিগেডিয়ার ওসমানের কাহিনি
ছ। শেখ আবদুল্লার কাহিনি

মূল কাহিনিকে তাৎপর্যবাহী ও শিল্পসমৃদ্ধ করতেই কাহিনিবৃত্তে উপকাহিনি আনার প্রয়োজন হয়। বলা যেতে পারে উপন্যাসের বহুমাত্রিক বাস্তবতা ও জীবনবোধের গভীরতাকে যথাযথভাবে সূচিত করে এই ছোট ছোট স্বয়ংসম্পূর্ণ কাহিনিবৃত্তগুলি। তবে এর জন্য মূল কাহিনির সঙ্গে উপকাহিনিগুলির সামগ্রিক ঐক্য স্থাপন একান্তই প্রয়োজন।

সুতরাং মূলকাহিনি ও উপকাহিনির বিভিন্ন ঘটনাগুলির মধ্যে সংশক্তির প্রয়োজন হয়। তবেই বিচ্ছিন্ন কাহিনি ও ঘটনাগুলি সামগ্রিক ঐক্যে বিবৃত হতে পারে। যে কোনো পাঠ 'টেক্সট'এ সুবিন্যস্তভাবে, সুকৌশলে বক্তব্য বিষয়ে সজ্জিত করে পাঠকের কাছে তা নির্দিষ্ট ভাবে অর্থপূর্ণ করে তোলা হয়। সংসক্তির (Cohesion) মাধ্যমেই একটি পাঠ-কে এমনভাবে সুসংবদ্ধরূপে গড়ে তোলা হয়।

২

'ঝিলম নদীর তীর' উপন্যাসটি ইতিহাস-নির্ভর উপন্যাস। ফলে ইতিহাসের কাহিনি ও চরিত্রকে আশ্রয় করে বিশেষ বিশেষ যুগের নির্বাচিত কিছু ঘটনার বহিরঙ্গ এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের অন্তর্লোক উন্মোচন করার ব্যাপারটি এখানে আছে। ঐতিহাসিক চরিত্র এখানে রাজা হরি সিং, সময় ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ, স্থান ঝিলম নদীর তীরবর্তী কাশ্মীর রাজ্য। উপন্যাসের কৃতজ্ঞতা অংশে যাযাবর বলেছেন —

"তথ্য সংগ্রহকার্যে যে সকল পুস্তক, পুরাতন দলিল ও সরকারি মুদ্রিত বিবরণীর সাহায্য নেওয়া হয়েছে এবং যাঁরা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও স্মৃতি থেকে সমসাময়িক ইতিহাসের অলিখিত অধ্যায় ও নেপথ্যে বৃত্তান্ত গ্রন্থাকারের গোচরীভূত করেছেন তাঁদের ঋণও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণীয়।"

অর্থাৎ আমরা বলতে পারি — উপন্যাসের এই কাহিনি Fictionized History নয় এটি Historical Fiction। ঔপন্যাসিক একাধিক উপকাহিনি এনে কাহিনিবৃত্ত গড়ে তুলেছেন। সেগুলিকে একটি (ঐক্যপবদ্ধ) সূত্রে আবদ্ধ করেছেন নিপুণভাবে। উপন্যাসের

এই কাহিনিবৃত্ত নির্মাণকে দু'রকমভাবে দেখা যেতে পারে — ১। গঠনগত ভাবে, ২। থিমগতভাবে বা বিষয়বস্তুগতভাবে কীভাবে উপন্যাসের সংসক্তি বজায় রাখা হয়েছে।

১। গঠনগতভাবে কাহিনিবৃত্তের নির্মাণ:

গঠন-এর (Structure) দিক থেকে আমরা দেখব কীভাবে উপন্যাসিক বিশেষ ধরনের শব্দ, বাক্যরীতি ব্যবহার করে ঘটনাংশগুলিকে অবিচ্ছিন্ন রেখেছেন। এ প্রসঙ্গে Halliday ও Hasan-এর 'Cohesion in English' গ্রন্থটিতে যে পাঁচ ধরনের সংসক্তির কথা বলেছেন, যেমন —

ক। উল্লেখমূলক সংসক্তি
খ। পরিবর্তন উপাদানগত সংসক্তি
গ। বিলোপোনগত সংসক্তি
ঘ। শব্দকোষগত সংসক্তি
ঙ। সমন্বয়ধর্মী সংসক্তি

তা এখানে কীভাবে এই উপন্যসে এসেছে আমরা এবার সেই বিষয়টি দেখে নেব।

ক। উল্লেখমূলক সংসক্তি:

এক্ষেত্রে একই বস্তু বা সত্তাকে নানাভাবে নির্দেশ করে বিষয়গুলিকে সংসক্ত করা হয়। *ঝিলম নদীর তীর* উপন্যাসে এই ধরনের সংসক্তি লক্ষ্য করা যায়।

উদাহরণ ১: কাশ্মীর এই উপন্যাসের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। এই কাশ্মীরকে হানাদারেরা দেখেছে 'লুটের জায়গা' হিসেবে, জনগণের কাছে 'পাহাড়ী রাজ্য', কৃষকদের কাছে তা 'চাষবাসের দেশ', মহারাজার কাছে 'আবাল্যের জন্মভূমি', জনাব জিন্নার কাছে 'স্বর্গরাজ্য কাশ্মীর', ভারতের প্রধানমন্ত্রীর কাছে কাশ্মীর 'হানাদার কবলিত'। আর ভারতীয় সৈনিকদের কাছে তা কেবল 'যুদ্ধক্ষেত্র'।

এইভাবে উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্রের কাছে কাশ্মীর বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্নভাবে নির্দেশিত হয়েছে। ফলে কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা ঘটনাগুলির সঙ্গে অন্যান্য চরিত্রের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া, কার্যকলাপকে সংসপ্ত করা হয়েছে।

পুরুষবাচক বিশেষ্য ও নির্দেশক ব্যবহার করেও উল্লেখগত সংসক্তি স্থাপন করা হয়েছে। যেমন —

উদাহরণ ২: 'আপনি ভারতীয় সৈন্য ফিরিয়ে আনলেই, হানাদারদের হামলা থামাবার ব্যবস্থা আমি করবো।'

মাউন্টব্যাটেন কাশ্মীর থেকে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহারকে সমর্থন ও হানাদারদের অত্যাচারকে কীভাবে ঠেকানো যায় একথা বলতে গিয়ে জিন্না হানাদারদের সরানোর কথা বলেন। এখানে 'আপনি' — মাউন্টব্যাটেন ও 'আমি' জিন্না নিজে।

উদাহরণ ৩: 'কী! এত বড় স্পর্ধা!'

রাগে লাভরাম পুলিশের বিছানাটা টান মেরে ফেলে দিতে গিয়ে বালিশের তলা থেকে পবিত্র কোরান শরীফের কয়েকটা পৃষ্ঠা মাটিতে পড়ে যায়। নির্দেশক 'কী' অর্থে সেই অপ্রত্যাশিত ঘটনাকে বোঝানো হয়েছে।

উদাহরণ ৪: 'সেটা তো হলে শুধু বাইরের প্রচারের জন্য।'

এখানে সেটা হলো পাকিস্তান হানাদারদের মদত করতো আর প্রচার করত যে হানাদারদের সঙ্গে পাকিস্তানের কোনো সম্পর্ক নেই। 'সেটা' নির্দেশকটি ওই কুচক্রটিকে নির্দেশিত করেছে।

উপন্যাসটিতে এইভাবেই বিশেষ কিছু শব্দ ও নির্দেশক ব্যবহার করে একই ধরনের বস্তু, বিষয়, সত্তাকে নির্দেশ করে পূর্বের উল্লেখিত ঘটনার সঙ্গে পরবর্তী ঘটনাংশের সংসক্তি বজায় রাখা হয়েছে।

খ। পরিবর্তন উপাদানগত সংসক্তি:

এক্ষেত্রে একই বস্তু বা সত্তাকে নির্দেশ না করে অন্য বস্তু বা সত্তাকে নির্দেশ করা হয়। কিন্তু এর প্রয়োগটা এমন হয় যাতে তা সেই বস্তু বা সত্তার পরিবর্তন উপাদান বলেই গৃহীত হতে পারে।

উদাহরণ ৫: 'হঠাৎ ব্যস্ত সমস্তভাবে শহর কোটাল এসে ঢুকলো দরবারে। চুপি চুপি কী যেন বললো নগরপালকে। নগরপাল আঁতকে উঠে ফিসফিস করলেন তার ওপরওয়ালার কানে। উপরওয়ালা অঙ্গামনি কানে কানে বললেন তার ওপরওয়ালাকে, তিনি গোপনে জানালেন মন্ত্রীকে, মন্ত্রী ভয়ে ভয়ে শোনালেন দেওয়ানকে। দেওয়ান মুখ কালো করে উঠে গিয়ে রাজাকে দিলেন দুঃসংবাদ।'

উপন্যাসের প্রথম অধ্যায়ে জানা যায় ব্রিগেডিয়ার রাজেন্দ্র সিংজি যুদ্ধে নিহত হয়েছেন। এই দুঃসংবাদটি উপন্যাসিক নিপুণভাবে রাজসভার সকলকে জানিয়ে দেন। আর তা জানিয়েছেন 'দুঃসংবাদ' শব্দটি একবার মাত্র ব্যবহার করে।

গ। বিলোপনগত সংসক্তি:

একই ঘটনা বক্তব্য বা বিষয়ে কিছু বলা হলে পূর্ববর্তী বাক্যের কোনো উপাদান পূর্ববর্তী বাক্যে বিলোপিত হয়। বিলোপন করেও সংশক্তি বজায় রাখা হয়। 'ঝিলম নদীর তীর' উপন্যাসে এই ধরনের সংসক্তির প্রয়োগ রয়েছে।

উদাহরণ ৬: 'সভাসদেরা একের পর একে রাজার পায়ের কাছে রাখলো প্রণামী। কেউ পাঁচ মোহর, কেউ বা দুই, — যার যেমন হার বাঁধা আছে বাপ ঠাকুর্দার আমল থেকে। জমিদার জায়গিরদারেরা কেউ দিল আসমানী রঙের কল্কা পাড় পশমী জমিয়ার, কেউ দিল ঝুলি ভর্তি সুগন্ধ মৃগনাভী, কেউ বা দিল গিলগিটির নাম করা নীল গায়ের শিং।'

এখানে প্রণামী বা উপঢৌকনের কথা বলা হয়েছে এবং তা বলা হয়েছে বিলোপনের মাধ্যমে। কথোপকথনের মাধ্যমে এ ধরনের বিলাপনগত সংসক্তি প্রচুর দেখা যায় এই উপন্যাসে।

উদাহরণ ৭: 'পররাজ্যে ভারত সরকার সৈন্য পাঠায় কোন সাহসে?'
'ইন্সট্রুমেন্টস অব য়্যাকশন, 'ভারত ভক্তি'-র অধিকারে।'
'ভারতভক্তি সে তো নিছক ছল।'
'না পুরোপুরি সত্য।'

এখানে 'কোন সাহসে' অর্থে 'ইন্সট্রুমেন্টেশন অব য়্যাকসান' এবং 'সত্য' অর্থে ভারতভক্তির কথা বলা হয়েছে যা নিছক ছলনা নয়।

উদাহরণ ৮: "শ্রীনগর বিমানঘাঁটিতে নেমে একবার খোঁজ নিলে হয় না?"
দ্বিতীয় জন জবাবে বলে, "তা হয়, কিন্তু বড় সাহেবেরা যে বললেন — স্পিটফায়ার নামতে পারে না সেখানে।"
"সাহেবেরা যাই বলুন আমি আমার বিমান নিয়ে ঠিক নামাতে পারি ওই রানয়ের উপর।" বলল প্রথম পাইলট।
দ্বিতীয় জন বলল, "আমিও"।

এখানে 'তা হয়' — শ্রীনগর বিমানঘাঁটিতে নেমে খোঁজ নেওয়া এবং 'বিমান নামাতে পারি' না বলে 'আমিও' ব্যবহার করা হয়েছে।

উদাহরণ ৯: সাহেব পঠেমে নেহি হৈ
— কখন ফিরে আসবে
— নেহি মালুম।

এখানে 'নেহি মালুম' সাহেব কখন ফিরে আসবে-র পরিবর্তে ব্যবহার করা হয়েছে।

ঘ। শব্দকোষগত সংসক্তি:

এক্ষেত্রে একই ধরনের শব্দ পুনরাবৃত্ত হয়ে সংসক্তি তৈরি করে। উপন্যাসটিতে এই ধরনের পুনরাবৃত্তি বৃত্তির ব্যবহার চোখে পড়ার মতো।

© Santiniketan Sahityapath

যাযাবরের 'ঝিলম নদীর তীর'

উদাহরণ ১০: 'মঞ্চের উপর সূত্র-খদ্দরের টুপি মাথায় বক্তা নাতিদীর্ঘ ঋজুদেহ, উন্নত নাসা গৌরকান্তি পুরুষ। ললাটে বুদ্ধির দীপ্তি, চক্ষে সাহেবের বহ্নি, চিবুকে কাঠিন্যের ইঙ্গিত। কণ্ঠে তীব্রতা নেই অথচ দৃঢ়তা আছে। যেন ঝকঝকে ইস্পাতের তলোয়ার।'

এখানে 'গৌরকান্তি', 'দীপ্তি' 'বহ্নি' 'কাঠিন্যের ইঙ্গিত' 'ইস্পাতের তলোয়ার' — এসবই জহরলাল নেহেরুর ব্যক্তিত্বকে বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রায় একই ধরনের শব্দ এখানে পুনরাবৃত্ত হয়েছে। অবশ্য এই পুনরাবৃত্তি আসলে একই ধরনের উপাদানের পরিবর্ত উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত।

অনেক সময় একগুচ্ছ শব্দ একই ভাবনাকে ব্যক্ত করতে একত্রে অবস্থান করে, একে বলা হয় একত্রে স্থাপন।

উদাহরণ ১১: 'রাত্রিবেলা ঝানগড়ে শুরু হলো শত্রুর বোমা বৃষ্টি।... দুম্, দাম্, দাড়াম্। মুহুর্মুহু বোমা পড়তে লাগল ভারতীয় ছাউনির উপর। কালীপূজার রাত্রিতে শত শত উড়ন তুবড়ি আর হাউই বাজির মত আকাশের বুকে খেলা করছে শুধু আগুনের হল্কা।'

এখানে, 'বোমাবৃষ্টি' 'দুম্ দাম্ দড়াম্', 'আগুনের হাল্কা' একত্রে স্থাপিত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রের যুদ্ধ দৃশ্যটি তুলে ধরা হয়েছে।

উদাহরণ ১২: 'এরা আজকালকার লড়াই-এর ফন্দিফিকির সব জানে। ইউনিট, সাব ইউনিট অর্থাৎ আলাদা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে যুদ্ধ চালাবার কায়দা কৌশল শিখেছে এরা। ক্যাপ্টেন, মেজর, কর্নেল — এমনি সব শিক্ষিত কমান্ডার হচ্ছে দলের সর্দার। ব্রেনগান, স্টেনগান, হাল্কা ও মাঝারি মেশিনগান, হ্যান্ড গ্রেনেড, ট্যাঙ্কমারা রাইফেল — আরও সব বিলাতি হাতিয়ার আছে তাদের হাতে।'

এই স্থানে 'ইউনিট', 'ক্যাপ্টেন', 'মেজর' ও বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্রের নাম ব্যবহার করে যুদ্ধের ভয়াবহতার দিকটা তুলে ধরেছেন উপন্যাসিক।

ঙ। সমন্বয়ধর্মী সংসক্তি:

এক্ষেত্রে পরপর বাক্য ব্যবহার করে ঘটনাক্রম অগ্রসর করা হয়ে থাকে উপন্যাসের। পুনরাবৃত্তি থাকে না। Halliday এবং Hasan এই ধরনের সংসক্তিকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন।

ক। যোগাযোগ (Additive): পরবর্তী বাক্য একটি বিষয় সম্পর্কে অতিরিক্ত বিষয়ে যোগ করে। যেমন —

উদাহরণ ১৩: '... লেফটেনেন্ট কর্নেল দেওয়ান রণজিৎ রায়। নামের শেষটা বাঙালির মতো। তাই না? আসলে তিনি পাঞ্জাবী। লম্বায় প্রায় ছ'ফুট। ছত্রিশ ইঞ্চি বুকের ছাতি, হাতের কব্জি দুটি লোহার বাঁকের মতো শক্ত ও চওড়া। দেখে মনে হয়, — হ্যাঁ লড়াই করবার যোগ্য একখানা চেহারা বটে!'

প্রথম বাক্যে লেফটেনেন্ট কর্নেল দেওয়ান রণজিৎ রায়ের পরিচয় পাওয়া গেল। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বাক্যে যথাক্রমে তিনি বাঙালি নন, পাঞ্জাবী, এবং তাঁর শারীরিক গঠন ও সেই সঙ্গে যুদ্ধ করার যোগ্য চেহারার সঙ্গেও পাঠক পরিচিত হল। এখানে যোগ করা বা Additive সমন্বয়ধর্মী সংসক্তি রক্ষিত হয়েছে।

এরকম আরো দু'একটি উদাহরণ দেখে নেওয়া যেতে পারে —

উদাহরণ ১৪: 'লাওনেল প্রতীপ সেন। নামটা পুরোপুরি স্বদেশী নয়, তার কারণ লাওনেল প্রতীপের জন্মও স্বদেশে নয়। তাঁর বাবা ছিলেন ব্রহ্মদেশের এক নামকরা ব্যারিস্টার। লাওনেল জন্মেছেন রেঙ্গুনে। পড়াশুনা করেছেন সেখানকার শাহেবী কনভেন্টে। বিলাতের স্ট্যান্ডহার্স্ট থেকে যুদ্ধ বিদ্যা শিখে ভারতীয় সেনা বিভাগে অফিসার হয়েছেন গত মহাযুদ্ধে কয়েক বছর আগে।'

উদাহরণ ১৫: 'কাশ্মীরের অধিপতি হরি সিং, কিন্তু রাজার পুত্র নয় — ভ্রাতুষ্পুত্র। বুড়ো মহারাজা প্রতাপ সিং ছিলেন হরি সিং-এর জ্যাঠামশাই। নিজের ছেলে ছিল না। ভাইপোকে তিনি রাজত্ব দিয়ে গেলেন মরবার পূর্ব মুহূর্তে। অনেকেই অবাক হয়েছিল।'

খ। বৈপরীত্যমূলক (Adversative): প্রথম বাক্যের বিপরীত সম্পর্ক পরবর্তী বাক্যের সঙ্গে স্থাপিত করে শব্দার্থগতভাবে একটি বিষম সম্পর্ক স্থাপন করা হয়। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় বৈপরীত্য মূলক সংসক্তি। তথাপি, তবু, কিন্তু, অথচ অব্যয় প্রয়োগে (বাংলায়) দ্বিতীয় বাক্যটি তৈরি করা হয়।

উদাহরণ ১৬: 'না জেনে-শুনে শ'খানেক সৈন্য নিয়ে শত্রু সঙ্গে লড়তে যাওয়ার বিপদ অনেকখানি। অথচ আরও সৈন্য আর অস্ত্র-শস্ত্র এসে পৌঁছানোর অপেক্ষায় থাকলে শ্রীনগরের আশা শেষ।'

'অথচ' শব্দ দিয়ে এখানে যুদ্ধ পরিস্থিতির বৈপরীত্য স্থাপন করা হয়েছে। লেফটেনেন্ট রণজিৎ রায় জানেন না হানাদারদের সংখ্যা কতত? তাদের সঙ্গে কী কী অস্ত্র আছে? তাই হানাদারদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাওয়ার সাহস পাচ্ছেন না রণজিৎ রায়। অপরদিকে চুপ করে বসে থাকলেও হানাদারদের হাতে শ্রীনগর দখল হয়ে যাবে। উপন্যাসিক এখানে বৈপরীত্যমূলক সমন্বয় সংসক্তির মাধ্যমে হ্যাঁ-না-এর দোলাচলতাকে শিল্পনৈপুণ্যের সাহায্যে ঘটনাটিতে সংসপ্ত করেছেন।

গ। কারণবাচক (Causal): যদি, তাহলে, সুতরাং, এসব কারণে প্রভৃতি অব্যয় প্রয়োগে কারণবাচক সমন্বয়ধর্মী সংসক্তি তৈরি করা হয়। প্রথম বাক্যের বিষয়টির ব্যাখ্যা বা কারণ নির্দেশ করা হয় পরবর্তী বাক্যে।

উদাহরণ ১৭: 'দেওয়ান উত্তর করলেন, "হুজুর, আর্তকে রক্ষা করা মানুষের ধর্ম; তা' যদি না করেন তবে তাঁরা কেমন মহৎ? অত্যাচারীকে বাধা দেওয়া ন্যায়ের বিধান; তা' যদি না মানেন, তবে তাঁরা কিসের শাসক? আপনি আবেদন করুন, আর দেরিতে সর্বনাশ হবে"।'

দেওয়ান মহারাজকে ভারতের কাছে সাহায্য চেয়ে আবেদন করতে বলেছেন। কারণ মহারাজা এবং তাঁর রাজ্য কাশ্মীর হানাদারদের দ্বারা আক্রান্ত। অত্যাচারীকে দণ্ডবিধান করা যে-কোনো সভ্য দেশের কর্তব্য। ভারত সরকার সেই কর্তব্য পালন করতে গররাজি হবেন না এটা জেনে দেওয়ান মহারাজা হরি সিংকে একথা বলেছেন।

গঠনের দিক থেকে এভাবেই উপন্যাসটিতে বিভিন্ন ঘটনাক্রম বর্ণনাকারী বাক্যগুলির মধ্যে সংসক্তি বজায় রাখা হয়েছে। Halliday এবং Hasan যে পাঁচ ধরনের সংসক্তি কথা বলেছেন তার প্রায় সব ক'টির প্রয়োগ এই উপন্যাসটিতে দেখা যায়।

৩

উপন্যাসের ঘটনাক্রম ও পটভূমিকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে কাহিনিবৃত্তের নির্মাণে ঔপন্যাসিক বিশেষ কিছু শব্দ ব্যবহার করেছেন। ফলে সেই সময়ের সঙ্গে কাহিনির সম্পর্ক স্থাপন করতে গিয়ে ওই ধরনের শব্দগুলি ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। অনেক সময় আরবি শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে। কাহিনি বর্ণনা অংশেও চরিত্রগুলির কথোপকথনের সময় চলিতরীতি ব্যবহার করা হয়েছে। উপন্যাসটি যেহেতু কাশ্মীর নিয়ে ভারত ও পাকিস্তানের যুদ্ধ নিয়ে এবং কাশ্মীর রাজপরিবার নিয়ে স্বভাবতই যুদ্ধ পরিমণ্ডল ও অতীত পরিমণ্ডল তৈরি করতে ও উপন্যাসিক কৃত/ব্যবহৃত ওই ধরনের কিছু শব্দের তালিকা প্রস্তুত করা যেতে পারে।

বিষয় / বস্তু	ব্যবহৃত শব্দ
খাদ্যদ্রব্য: ভোজ্য এবং পানীয়	চিনি, ময়দা, সন্দেশ, ডাল, তেল, নুন, চাপাটি, সুরুয়া, বকরীর গোস্ত, মাছ-মাংস, ভাত ইত্যাদি।
মাপজোপ	ছোটো, মেজ, বড়ো, দৈর্ঘ, প্রস্থ, পরিধি, ফিতা, খড়ির দাগ, ভগ্নাংশ, দশমিক, বর্গফল, রাশি ইত্যাদি।

© Santiniketan Sahityapath

সামরিক বাহিনীর পদ	সেনাপতি, লেফটেনেন্ট, কর্নেল, ক্যাপ্টেন, মেজর, কমান্ডার, সর্দার, বড় হাবিলদার, সুপ্রিম কমান্ডার, ফিল্ড মার্শাল, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ইত্যাদি।
সামরিক দল	রেজিমেন্ট, ব্যাটেলিয়ান, ইউনিট, সাবইউনিট ইত্যাদি।
সামরিক অস্ত্রশস্ত্র	ব্রেনগান, স্টেনগান, হাল্কা ও মাঝারি মেশিনগান, হ্যান্ড গ্রেনেড, ট্যাঙ্কমারা, রাইফেল, পিস্তল, বন্দুক, ডাকোটা বিমান, বোমা, গোলা, সাঁজোয়া গাড়ি ইত্যাদি।
জাতি/ ধর্ম	হিন্দু, মুসলমান, রোমান ক্যাথলিক, ইংরেজ, পাঞ্জাবি, বাঙালি ইত্যাদি।
রাস্তাঘাট ও যানবাহন	পাকা সড়ক, আকাশপথ, রানওয়ে, সাবওয়ে, জঙ্গলের সরু রাস্তা, মোটর, লরি, ট্রাক, বিমান ইত্যাদি।

এই ধরনের শব্দের ব্যবহার ইতিহাসের ওই বিশেষ সময়সীমার মধ্যে কাহিনিকে সংসক্ত করেছে। উপন্যাসটিতে কিছু হিন্দি ও আরবি শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন — 'নামকাওয়াস্তে', 'দশহরা', 'টুটে', 'মেরী', 'পিয়ারী', 'বিলকুল', 'ডর কে মারে', 'রসুই', 'কোতল' ইত্যাদি।

উপন্যাসে ও ঔপন্যাসিক বেশ কিছু প্রবাদ-প্রবচনের ব্যবহার করেছেন। যেমন —

১. সঙ্গাদোষ বড় দোষ
২. ফেলো কড়ি মাখো তেল
৩. জ্বরের সঙ্গো বিসূচিকা, ঝড়ের সঙ্গো বজ্রপাত
৪. জ্ঞাতি শত্রু বড় শত্রু, ভাই শত্রু মহাকাল
৫. ঘরের শত্রু বিভীষণ
৬. রাখে খ্রীস্ট মারে কে
৭. গাছ না উপরে ঝড় থামেনা, গাঁ না মজিয়ে নড়ে না মড়ক
৮. আপনি বাঁচলে বাপের নাম।

উপন্যাসে ব্যবহৃত সমস্ত প্রবাদ-প্রবচনগুলি যুদ্ধ, হিংসা ও তার ভয়াবহতাকে নির্দেশ করেছে।

২। থিমগতভাবে কাহিনিবৃত্তের নির্মাণ:

'ঝিলম নদীর তীর' উপন্যাসটিতে বিভিন্ন উপকাহিনিগুলিকে থিম বা বিষয়ের দিক থেকে যথাযথভাবে সম্পর্কায়িত করেছেন উপন্যাসিক যাযাবর। যেমন —

ক। মহারাজ হরি সিং রাজপুত ছিলেন না, ছিলেন ভ্রাতুষ্পুত্র। এই কাহিনি উপন্যাসিক খুব সুচারু ও ঋজু ভাষায় উল্লেখ করেছেন। মহারাজার সঙ্গো ইংরেজদের দ্বন্দ্ব, মুসলমান প্রজাদের সঙ্গো মহারাজার দ্বন্দ্ব, মহারাজার ভারত সরকারের কাছে সাহায্য চাওয়া ও শেষ পর্যন্ত মহারাজা হরি সিং কীভাবে সিংহাসনচ্যুত হয়ে রাজ্য ছাড়া হলেন সেই কাহিনি শুনিয়েছেন ঔপন্যাসিক। কাহিনিবৃত্তের সূত্রটি কোথাও বিচ্ছিন্ন হয়নি।

খ। লেফটেনেন্ট কর্নেল দেওয়ান ও রণজিৎ রায় প্রথম ভারতীয় সেনাপ্রধান হয়ে কাশ্মীরে যুদ্ধে যান। সেখানে তিনি বীরত্বের সঙ্গো হানাদারদের সঙ্গো যুদ্ধ করে শ্রীনগর রক্ষা করেন এবং যুদ্ধে প্রাণ ত্যাগ করেন। উপন্যাসের থিমের দিক থেকে এই উপকাহিনিটির প্রয়োজনীতা ভীষণ। যুদ্ধঘনীভূত ঘটনাগুলিকে সংযুক্ত করা হয়েছে এই রকম ভাবে।

গ। স্বাধীন পাকিস্তানের প্রথম জেনারেল জিন্না। তাঁর বহুদিনের স্বাদ কাশ্মীর তাদের হবে। সেজন্য তিনি হানাদার পাঠান কাশ্মীরে। কিন্তু সেখানে ভারতীয় সেনা বাধা দেওয়ায় তাঁর আশা বিফলে যায়। তখন তিনি মাউন্টব্যটেনের সঙ্গো পরামর্শ

করে ভারতকে কাশ্মীর থেকে সেনাপ্রত্যাহার করতে বলেন। বলাবাহুল্য এ কাজে তিনি ব্যর্থ হন। মূল কাহিনির সঙ্গে এই উপকাহিনি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

ঘ। ব্রিগেডিয়ার এল. পি. সেনের কাহিনি মূল কাহিনিকে আরও ত্বরান্বিত করে। তিনি কাশ্মীরে বিমান ঘাঁটি তৈরি করেন যার ফলে ভারতের পক্ষে কাশ্মীর রক্ষা অনেক সহজে হয়ে আসে। এবং শেষ পর্যন্ত তিনি যুদ্ধে শহীদ হন। এল. পি. সেনের কিছু কার্যকলাপ মেলোড্রাম্যাটিক হলেও তাঁর জীবনের সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে এই উপকাহিনিটিরও সুষ্ঠু পরিসমাপ্তি ঘটেছে।

ঙ। খ্রিস্টান মিশনারীদের একটি আশ্রম ছিল বারামূলায়। সেখানে হানাদারেরা আক্রমণ করে এবং সমস্ত কিছু ধ্বংস করে দেয়। সেখানে বেশকিছু নার্স ও রোগীর মৃত্যু হয়। মৃত্যু হয় সিস্টার টেরেসেলীনের। পাকিস্তানের হানাদারেরা সন্ন্যাসিনীদের নয়জনকে সামনে দাঁড় করিয়ে হত্যা করতে উদ্ধত হয় এবং নাটকীয় চমকে তাঁরা বেঁচে যান। হানাদারদের লোভ এবং তার হাস্যকর পরিস্থিতিতে কাহিনিবৃত্তে সম্পূর্ণতা এসেছে।

চ। ব্রিগেডিয়ার ওসমান জাতিতে মুসলমান হলেও দেশভক্তিতে তাঁর প্রাণ সদা জাগ্রত। তিনি একইসঙ্গে গান্ধীভক্ত ও যুদ্ধ বিশারদ। অসামান্য যুদ্ধ নৈপুণ্যে পাকিস্তানি হানাদারদের মোকাবিলা করেছেন তিনি। শেষ পর্যন্ত তিনিও শহীদ হন। দেশবাসীর কাছে তাঁর মৃত্যু শোকের ছায়া নিয়ে আসে। তাঁর শবদেহ দিল্লিতে আনা হয়। সেখানে ঘটে তাঁর রাষ্ট্রীয় শ্রদ্ধা নিবেদন।

ছ। শেখ আবদুল্লা খুব দরিদ্র পরিবারের সন্তান। কিন্তু বিদ্যা বুদ্ধির জোরে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডি অতিক্রম করে বিলেত থেকে ব্যারিস্টারি করে এসেছেন। তিনি প্রথমদিকে হিন্দুবিদ্বেষী হলেও নেহেরুর সান্নিধ্যে এসে তিনি মানবতাবাদী হয়ে হয়ে ওঠেন। তাঁর কাছে তখন হিন্দু মুসলমান দুই সমান। তাঁর এই কাহিনি উপন্যাসের পাঠকের মন ছুয়ে যায়।

৫

সমগ্র উপন্যাসটি ছোটো ছোটো উপকাহিনির সমন্বয়ে গঠিত। উপন্যাসের শেষে সমস্ত উপকাহিনিগুলির সুসংবদ্ধ পরিণতি ঘটেছে এবং কাহিনিবৃত্তটির পরিক্রমণ সুসম্পন্ন হয়েছে। একাধিক চরিত্র, বহুল পরিমাণে ঘটনার অভিঘাত থাকলেও কাহিনির সংসক্তি বিচ্ছিন্ন হয়নি। ঘটনাগুলি পরস্পর সংসক্ত থেকেছে এবং পাঠকের কাছে নির্দিষ্ট কালপরম্পরায় বিন্যস্ত হয়ে সুস্পষ্ট অর্থ উপস্থিত করতে পেরেছে। সংসক্তি অবিচ্ছিন্ন থাকার কারণেই কাহিনিবৃত্তটি নিটোল ও সামগ্রিক ঐক্য বিবৃত হয়েছে।

ইতিহাসের পটভূমিকে বিশ্বাসযোগ্যভাবে উপন্যাসে উপস্থিত করেছেন ঔপন্যাসিক যাযাবর। ইতিহাসের ঘটনা, শব্দব্যবহার, যুদ্ধবর্ণনা পরিস্থিতি যথাযথভাবে হাজির করেছেন ঔপন্যাসিক। ইতিহাসের থিম উপন্যাসের কাহিনিবৃত্তের গ্রন্থনে সার্থকভাবে তুলে ধরেছেন ঔপন্যাসিক যাযাবর।

সহায়ক গ্রন্থ:

১। যাযাবর, 'যাযাবর অমনিবাস', দে'জ পাবলিশিং, সপ্তম সংস্করণ, ২০০২
২। পবিত্র সরকার, 'গদ্যরীতি পদ্যরীতি', সাহিত্যলোক, প্রথম সংস্করণ, ২০০২
৩। বিপ্লব চক্রবর্তী, সম্পাদক, 'শৈলী চিন্তাচর্চা' রত্নাবলী, প্রথম সংস্করণ, ২০০৩
৪। M.A.K. Halliday and R. Hassan, 'Cohesion in English', Longman, 1st Edition, 1980
৫। বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৮-৯৯
৬। বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৬-০৭

—

© Santiniketan Sahityapath